

## নারায়ণ গুপ্তের মহাপ্রয়াণ

জাফর উল্লাহ

ইন্টারনেটে লিখালিখি করতে গিয়ে পরিচয় নারায়ণ গুপ্তের সাথে ১৯৯৭ সনে। বয়সে যদিও তিনি আমার চাইতে অনেক বড়, তবুও বয়সের ব্যবধান আমাদের দু'জনার মধ্যে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি যাতে একে অপরের সাথে নির্দিধায় কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারি বা কোনো রাজনৈতিক/সামাজিক সমস্যা নিয়ে বাদানুবাদ করতে পারি। গত ছয় বছরে শ'খানেক ই-মেইল তো নিশ্চয় হাত বদল হয়েছে তাঁর সাথে। ইন্টারনেট পত্রিকা NFB তে পাঠানো লেখা তার সবগুলিই আমার হাত দিয়ে যেত। নাম ধামে বা বছর নির্নয়ে কোনো গলত থাকলে সে গুলো ঠিক করার দায়িত্ব ছিল আমার। এমনিতে সেকুলারিস্ট লেখকদের শত্রু ছিল মেলাই। তাই আমার ধারণা ছিল যে নারায়ণ বাবুর লেখাতে নামধামের কোনো ভুল ভ্রান্তি বা তারিখ যেন সব সুদ্ধই থাকে। তা না হলে সেকুলারিস্টদের লেখা যাদের নেহাৎ অপছন্দ তারা নানান আপত্তি তুলবে অহেতুক। ফলতঃ নারায়ণ বাবু যা বলতে চাচ্ছেন তা আর বলা হবে না। ঝগড়া ঝাটাই হবে বেশী মাত্রায়। আমার এই 'পলিসি' টা সত্যিই কাজে দিয়েছিলো। নারায়ণ বাবু হাসি-মস্করা করে প্রায়ই লিখতেন – “জাফর, তুমি ছাড়া আর আমার গতি কি?” নারায়ণ বাবুর লেখা edit করতে আমার তেমন কোনো কষ্টই হতো না। বৃটিশ ইংরেজী স্টাইলে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ভারী চমৎকার লেখায় হাত তার। লেখা পড়ে মনেই হতো না যে ইনি একজন প্রকৌশলী – সিভিল এঞ্জিনিয়ার।

নারায়ণ গুপ্ত একজন সক্রিয় বা activist শ্রেণীর লেখক। দেশের হিন্দু-মুসলিমদের লড়াই খুনখারাপি ইনি দেখেছিলেন স্বচক্ষে তাঁর অপরিণত বয়স থেকে দেশের বাড়িতে - ইটনায়। নারায়ণ গুপ্ত খুব সম্ভবত ১৯৩৪-৩৫ সনে জন্মে ছিলেন। কেননা ১৯৪৭ সনের দেশ-বিভাগের সময় তাঁর বয়স ছিল ১১-১২ বছর। বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জের ইটনা গ্রামের জমিদার বাড়িতে তাঁর জন্ম। ১৯৪৭-৪৮ সনে তাঁরা সপরিবারে ত্রিপুরায় চলে যান জীবনের নিরিপত্তার অন্বেষণে। সেখান থেকে কোলকাতা। হাইস্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর বিহারে তিনি যান এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে। ভারতে তিনি চাকুরী করেছেন প্রকৌশলী হিসাবে বেশ অনেক ক'টি বছর। এই সুবাদে ভারতের অনেক আনাচে কানাচে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে এটা অতি সহজে প্রকাশ পায়। ১৯৬০ দশকের শেষের দিকে তিনি ইংল্যান্ডে চলে আসেন জীবিকার সন্ধানে। তার পর সেখান থেকে কানাডায় এবং পরিশেষে মার্কিন মুল্লুকে। কানাডা থাকাকালীন তাঁর এক মাত্র ছেলের জন্ম হয় ১৯৭০ দশকের কোনো একসময়। আমেরিকার মেরীল্যান্ডই তিনি জীবনের শেষ ক'টি দিন কাটান। তাঁর ইন্টারনেটের সব লেখাগুলো তিনি লিখতেন মেরীল্যান্ডের বাসা থেকেই।

১৯৯৭ সনে তাঁর সাথে পরিচয় হবার পর তিনি আমাকে প্রথমেই বলেছেন যে তিনি নিজেও জানেন না কতদিন আর এসব লিখালিখি চালিয়ে যেতে পারবেন। কারণস্বরূপ তাঁর ক্যানসারের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন তাঁর শরীর ভাল থাকতো তখন লিখতেন প্রচুর। ২০০২ সনের ডিসেম্বরের পর হতে তাঁর লেখা একরকম বন্ধই হয়ে যায়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর শরীরটা নিশ্চই ভাল যাচ্ছে না। তা নইলে ইরাকের যুদ্ধ নিয়ে আসরটা সরগরম করে রাখতেন। আজ (মে মাসের ৯ তারিখ) সকালে ফতেমোল্লার পাঠানো ই-মেইলে প্রথম শুনলাম তার দেহত্যাগের সংবাদ।

নারায়ণ বাবু ছিলেন পাঁড় মুক্তমণা। একেবারে যাকে বলে ফ্রী-স্পিরিট। তাঁর কলম দিয়ে তিনি হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান সবাইকে জবাই করেছেন অহরহ। এই জন্যে NFBতে যত পাঁতি মুসলমান লেখকরা এসে সমাবেত হতেন তারা রীতিমত তাঁকে গালি গালাজ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। একবার তো এক ধর্মভীরু মুসলিম লেখক লিখেই বসলেন যে তাঁর মৃত্যু হতে বেশীদিন আর নেই এবং মরার পরই নারায়ণ বাবু হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখে তিনি কি ভুল করেছেন। নারায়ণ বাবু তো এসব আজোবাজে লেখা পড়েই খুন। কালাতিপাত না করে বসে যেতেন রাতে এসব মুল্লাদের লেখার সমুচিত উত্তর দিতে। অনেক বাঙালীরা আমাকে ই-মেইলের দ্বারা জানাতেন যে তারা নারায়ণ বাবুর ‘নো-ননসেন্স’ উত্তর বা rebutal গুলো অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

নারায়ণ বাবু একবার ভারী সখ করে একটা গল্প লিখলেন। জীবন থেকে নেয়া কাহিনীটা। ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগের উপর ভিত্তি করে লেখা। আমরা সেটা বেশ ঘটা করেই ছাপালাম NFB এর পাতায় প্রায় ছয় খন্ডে ‘ময়না’ নাম দিয়ে। তারপর ‘কোলকাতা’ নামে উনিশ শ ষাট সনের কোলকাতার বিবরণ দিয়ে একটা ফিচার লিখলেন। সেটাও অত্যন্ত চমৎকার লেখা। নারায়ণ গুপ্ত অনেক ক’টি রম্য রচনা লিখেছিলেন ১৯৯৮-২০০১ সনের মধ্যে। সেগুলো পড়লে হাসিতে পেট ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা! একবার তো তিনি এক পাঁঠাদের কনফারেন্স বসালেন সেই কোথায় যেন। সেখানে সব ধর্মের পুরুতদের এনে হাজির করলেন একটি ডায়াসে। সেই রম্য রচনায় দেখাতে চাইলেন যে সব ক’টি ধর্মই হচ্ছে আদতে মনগড়া। নানান রম্য রচনার মধ্য দিয়ে নারায়ণ বাবু মোল্লা, ব্রাহ্মণ ও পাদ্রীদের বেশ নাকানিচুবানি খাইয়েছেন তাঁর দক্ষ হাতের তুলি দিয়ে।

২০০২ সনে নারায়ণ বাবু আমাকে বললেন যে তাঁর আঁকা কিছু পেইন্টিং আমাকে পাঠাবেন মেইল করে। সেগুলো হয়তো আমার কাজে লাগবে। একবার মেহেরআলী নাম নিয়ে বেশ কয়েকটা রঙ্গীন কার্টুন আঁকলেন। সেগুলো মুক্ত-মণায় প্রকাশ করা হয়েছিল। এমনই ছিল তাঁর বিরল প্রতিভা!

২০০১ সনের শেষের দিকে আফগানিস্তান যুদ্ধের সময়ও তিনি বেশ কয়েকটি লেখা লিখেন। আমি তাঁর শেষ লেখা গুলো দেখি ২০০২ সনের অক্টোবর - নভেম্বর এর দিকে। তারপর তিনি তেমন আর লেখা লিখেন নি। আমি আঁচ করতে পেরেছিলাম যে তাঁর স্বাস্থ্য হয়তো ভেঙ্গে পড়েছে এই ক’দিনে। মেরিল্যান্ডে যারা আছেন তাদেরকে দিন কয়েক আগে আমি অনুরোধ করেছিলাম নারায়ণ বাবুর খবরটা বের করতে। সে খবর বের হবার আগেই আজ ই-মেইল যোগে জানলাম যে আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় নারায়ণ বাবু আর ইহধামে নেই। তাকে এই স্বল্প ক’দিনে আমরা যে ভাবে চিনে ফেলেছিলাম তার লেখার মাঝ দিয়ে, সে রকম ভাবে অন্য কাউকে এত তাড়াতাড়ি চেনা যেত না। এর কারণ হচ্ছে যে নারায়ণ বাবু সাবলীল ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি রেখে ঢেকে কিছুই বলেন নি। যা বলতে তিনি চেয়েছিলেন তা তিনি গরগড় করেই বলেছেন।

নারায়ণ বাবুর অনুপস্থিতি আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করবো তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁকে replace করার মত কেউ এ জগতে আছেন বলে আমার সন্দেহ। এটা কিন্তু বাড়িয়ে বলছি না। আমরা সবাই যদি তাঁর লেখা গুলো জোগাড় করে কোনো এক ওয়েব-সাইটে সংরক্ষিত করতে পারি, তবে সেটায় হবে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের এক উদাহরণ। নারায়ণ বাবুর পরিবারের সবাইকে জানাই আমাদের শোক সন্তাপ। তিনি যে ভাবে আমাদের সবাইকে তাঁর লেখা দিয়ে আনন্দিত করেছেন, সেই আনন্দ মুখরিত দিনগুলির কথা আমরা আমাদের মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে রাখতে চাই। নারায়ণ গুপ্ত রইবেন আমাদের কাছে চিরঞ্জীবী।